যায়যায়দিন

5 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

উচ্চশিক্ষায় ভয়াবহ আসন সঙ্কটে শিক্ষার্থীরা

যায়যায়দি রিপোর্ট

দেশে উচ্চশিক্ষায় ভয়াবহ আসন সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। আর এ সুযোগে প্রতারক চক্র নানা কৌশলে শিক্ষার্থীদের পকেট শূন্য করার পাঁয়তারা করছে। এক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও পিছিয়ে নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা নানামুখী হয়রানির শিকার হচ্ছে। এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৬ লাখ ৭ হাজার ৮৭২ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৪ লাখ ৪২ হাজার ৩৮৯ জন। গড় পাসের হার ৭২.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ১৩৬ শিক্ষার্থী। ব্যানবেইস ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবমতে, দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ মিলে মোট আসন আছে ১৭ হাজার ২৫০টি। অর্থাৎ জিপিএ-৫ পাওয়া ২০ হাজার ১৩৬ শিক্ষার্থীরই জায়গা হচ্ছে না সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে।

এদিকে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডজনখানেক মেডিকেল কলেজে আরো ১৭ হাজার ২৫০টি আসন থাকলেও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ও ভৌত অবকাঠামো নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সরকারি অনুমোদন নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো আসন সঙ্কট এবার হবে না বলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আশ্বস্ত করা হলেও তারা ভরসা রাখতে পারছেন না।

আগস্ট থেকেই দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুরু হয়েছে ভর্তি কার্যক্রম। এরই মধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি নামকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম বিতরণ ও গ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত। আর ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ৬ নভেম্বর থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি অনুষদে ৬৬টি বিভাগে এ বছর ছাত্র ভর্তি করা হবে। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলো ভর্তি ফরম ছেড়েছে ২৫ আগস্ট থেকে। চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে শুধু ঢাকা বিভাগের জন্য ৫ হাজার ফরম ছাড়া হয়েছে। আগে এলে আগে পাবে ভিত্তিতে ছাড়া ফরমের বেশির ভাগই এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম তোলা ও জমা দেয়ার তারিখ ১ থেকে ১৫ অক্টোবর। এখানে ভর্তি পরীক্ষা হবে ১ থেকে ১২ নভেম্বরের মধ্যে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পর্যায়ক্রমে ফরম ছাড়বে। প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাওয়া নিয়ে একধরনের শঙ্কা কাজ করে। আর এ শঙ্কাকে পুঁজি করে প্রতিবারই মাঠে নামে একাধিক প্রতারক চক্র। তারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় কোটি কোটি টাকা। রাজধানী ঢাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ভর্তি কোচিংগুলোই মূলত নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত অপরাধ জগৎটি। গ্রাম থেকে আসা সহজ-সরল ছাত্রদের টার্গেট করে শতভাগ ভর্তির নিশ্চয়তাসহ ভর্তি পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগও রয়েছে এদের বিরুদ্ধে। সূত্র জানায়, শুধু প্রতারণা নয়, প্রতারণার মধ্যেও চলে আরেক শ্রেণীর প্রতারণা। ছাত্রদের অগ্রিম প্রশ্নপত্র সাপ্লাইয়ের নামে নকল প্রশ্নপত্র সাপ্লাইয়ের অভিযোগও রয়েছে কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ এদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় এরাও এখন বিষয়টি প্রকাশ্য দিবালোকেই করে যাচ্ছে। সম্প্রতি ইউসিসির পরিচালক মো. কামাল আহমেদ পাটোয়ারী ঔষধ প্রকাশ করে বলেন, প্রতারণা ও অনিয়মই হচ্ছে কোচিং সেন্টারের নিয়ম।

প্রতারণা ও অনিয়মই কোচিং সেন্টারের নিয়ম : ইউসিসি